রক্তাক্ত তারবার্তা

আশীষ বাবলু

মানুষ যখন বিবেকহীন হয়ে পড়ে তখন অসম্ভব রকমের মোটা বুদ্ধির পরিচয় দেয় । তার এক তরতাজা উদাহরণ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তার সেক্রেটারি হেনরি কিসিঞ্জার । আমাদের দুর্ভাগ্য এমন দুই আলাল আর দুলাল ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি ছিলেন ।

আজ বিয়াল্লিশ বছর পর ইতিহাসের অনেক ভুলে যাওয়া পাতা মানুষের সামনে আসছে । কয়েক মাস আগে গ্যারি জে ব্যাস (Gary J Bass) নামে এক আমেরিকান ভদ্রলোক একটা অদ্ভুত সুন্দর বই লিখেছেন । উনি প্রফেসর এবং সাংবাদিক । বইটির নাম রক্তাক্ত তারবার্তা (Blood Telegram) । তিনি তুলে ধরেছেন ১৯৭১ সালে বিবেকহীন মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে একজন মার্কিন কুটনিতিকের বিদ্রোহের কাহিনী ।

এই অকুতভয় কুটনীতিকের নাম আর্চার কেন্ট ব্লাড (Archer Kent Blood) । ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি থেকে ইন্টারন্যাসনাল রিলেসন্সসে মাষ্টার্র ডিগ্রি করেন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহন করেছিলেন । উনিই ১৯৭১ সালে ঢাকায় আমেরিকার শেষ কনস্‌ল জেনারেল ।

মি: ব্লাড (ফেব্রুয়ারী ১৯৭১) জানিয়েছিলেন হোয়াইট হাউসকে যে সিভিলিয়ান ছদ্মবেশে প্রচুর পাকিস্তানি সৈন্য পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের বিমানে ঢাকায় আসছে । একটা মিলিটারী ইন্টারভেনশন হতে যাচ্ছে । হোয়াইট হাউজ কথাটা কানে তোলেনি । যদি প্রেসিডেন্ট নিক্সন এতটুকু বলতো ইয়াহিয়াকে যে আর যাই কর, নিরিহ জনসাধারণের উপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিওনা, তবে এতগুলো মানুষের প্রাণহানী হতো না ।

এখানে বলা প্রয়োজন, বাংলাদেশের উপর বর্বর হত্যাকান্ড ঘটানোর কয়েকমাস আগে ইয়াহিয়া নিক্সনের সাথে দেখা করেন । সেখানে নিক্সন ইয়াহিয়ার ঘাড়ে হাত দিয়ে কানে কানে বলেন,-‘ পরানের দোসর তুমি, গাছে যেমন টিয়া, আমি আছি তোমার পাশে বন্ধু ইয়াহিয়া’ । এই কথার পর ইয়াহিয়া চুকচুক করে হুইস্কি খেতে খেতে বাঙ্গালীদের পিন্ডি চট্‌কাতে সোজা চলে আসেন রাওয়ালপিন্ডি ।
২৫ শে মার্চের কালো রাত্রি পেড়িয়ে তখনও ভোর হয়নি । ঢাকায় আমেরিকান কনস্‌লেট অফিসের ছাদে উঠে মি: ব্লাড দেখলেন চারিদিকে আগুন জ্বলছে । কুকুরের কান্না, মানুষের আর্তনাদ । তিনি হোয়াইট হাউসকে জানালেন পাকিস্তানি সৈন্যরা নির্বিচারে মানুষ মারছে ।
হোয়াইট হাউস নিরব ।

দুইদিন পর আবার লিখলেন। কয়েক হাজার লাশ ঢাকা শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। অসংখ্য মৃতদেহ মাটি চাপা দিচ্ছে। কিসিঞ্জার বললেন আরে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে হিন্দুদের, ওরা সমান্য মাইনরিটি, এত হৈচৈ করার কিছু নেই।

গ্যারি জে ব্যাস লিখেছেন এই যুক্তির উত্তরে কিসিঞ্জারকে বলা উচিত ছিল আপনিও জার্মানি থেকে পালিয়ে বেচেঁ ছিলেন, সেখানে আপনার মত ইহুদিরা ছিল মাইনরিটি, তবে কী হিটলারের ইহুদী নিধন সমর্থন করা যায়?

লেখক ব্যাস অনেক রিসার্চ করেছেন এই বইটি লিখতে। তিনি সে সময়কার হেনরী কিসিঞ্জার ও প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মাঝে টেলিফোন কথপোকথনের টেপ খুঁজে বের করেছেন। সেই টেপ থেকে আমরা জানতে পারি ওরা ইন্দিরা গান্ধীকে ডাকতেন 'ডাইনি' (The Witch) বলে। কখনও বলতেন "কুত্তী" (The Bitch) বলে। বলতেন ইন্ডিয়ার জন্য দরকার একটা 'দূর্ভিক্ষ' (Famine) আর বাংলাদেশের লোকদের বলতেন এক দল কিম্ভুত মুসলিম (A banch of goodam Moslims) ।

ইন্দিরা গান্ধী গিয়েছিলেন ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে রিফুজী ক্যাম্প পারিদর্শনে। তিনি মানুষের এমন করুণ অবস্থা দেখে একদম নির্বাক হয়ে যান। সেখানে সমস্ত সময়টা একটা কথাও বলেননি। সহকারী পি.এন. ধর তার সহযাত্রী ছিলেন। গাড়ীর কাঁচ উঠিয়ে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। পি.এন. ধর লিখেছেন ইন্দিরা গান্ধীকে এমনভাবে ভেঙ্গে পড়তে তিনি কখনো দেখেননি। দিল্লী ফিরেই তিনি বললেন পাকিস্তানকে এমন বর্বরতা আর চালিয়ে যেতে দেওয়া যায় না।

মিঃ ব্লাড ঢাকার ধানমন্ডির ইউ এস কনসোলেটের একটা ছোট ঘরে বসে শুনছিলেন মানুষের আর্তনাদ। বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শুনে শুনে আর ঠিক থাকতে পারছিলেন না। তিনি জানতেন আমেরিকা একটু আঙ্গুল তুললেই এই নিরিহ লোকগুলো প্রাণে বেঁচে যায়। তিনি বিবেকের তারনায় জর্জরিত হচ্ছিলেন এবং ভাবছিলেন জীবনে যা ঠিক করনিয় সেটা না করা হচ্ছে কাপুরষতা।

তখন তিনি হোয়াইট হাউজে পাঠালেন একটা টেলিগ্রাম।
পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ক্ষুব্ধ টেলিগ্রাম কোন রাষ্ট্রদূত নিজের সরকারের বিরুদ্ধে লেখেননি। তিনি লিখেছিলেন আমেরিকার সরকার একদম ভুল পথে চলছে, ডেমোক্রেসির বিরুদ্ধে কথা বলছে। মানুষের জীবনের পরোয়া করছে না। নৈতিকভাবে আমেরিকা একদম শেষ হয়ে গেছে (Moral Bankruptcy)। তিনি লিখলেন যে ভাবেই হোক আমাদের এই জেনোসাইড বন্ধ করতে হবে। তিনি "কিলিং" শব্দের বদলে "জেনোসাইড" লিখেছিলেন। একটা জাতিকে বিলোপ করার ষড়যন্ত্র করছে পাকিস্তানিরা। তিনি এই টেলিগ্রামখানা শুধুই লিখেই খান্ত হয়নি। প্রায় ২১ জন আমেরিকান যারা সে সময় বিভিন্ন কাজে ঢাকায় ছিলেন প্রত্যেকের সিগ্নেচার নিয়েছিলেন যে এ টেলিগ্রামের সাথে তা'রা সমমত পোষণ করছেন বলে।

আরেকটা মজার ব্যাপার হলো এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ টেলিগ্রাম তিনি "টপ সিক্রেট" হিসেবে পাঠাননি। শুধু "কনফিডেন্সিয়াল" লিখেছিলেন টেলিগ্রামের উপর। তিনি জানতেন "টপ সিক্রেট" লিখলে চিঠিটা শুধু কিসিঞ্জার অথবা নিক্সনের কাছেই যাবে এবং তারা সহজেই টেলিগ্রামটি ধামাচাপা দেবেন।
ঐ টেলিগ্রামের জন্য বেশ একটা হৈ চৈ পরেছিল সে সময়কার মার্কিন প্রশাসনে।

কিন্তু নিক্সন আর কিসিঞ্জার ইয়াহিয়ার প্রেমে এমন পাগল ছিলেন যে এই ত্রিভুজ প্রেমের পরিনতিতে ডিসেম্বরের যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঝাপিয়ে পরলো। ঠোঁট মে বিড়ি, মুখ্‌মে পান / লড়কে লেঙ্গা পাকিস্তান।

আমেরিকা যুদ্ধ থামাবার কোন পদক্ষেপই নিল না।
বরং চিনকে বললো ভারত সিমান্তে সৈন্য সমাবেশ করতে। রাশিয়াকে হুশিয়ার করে দিল যুদ্ধে না জড়াতে। নিজে সপ্তম নৌবহর তৈরি রাখলো। জর্ডান আর ইরান দিয়ে পাঠালো পাকিস্তানকে অস্ত্র ও বোমারু বিমান। ওরা ভুলে গেলো প্লেন শুধু আকাশে ওড়ে না, মাটিতেও নামতে হয়। প্লেন নামার আগেই ঢাকার সব রানওয়ে বোমার আঘাতে খান্ খান্।

যখন যুদ্ধ চলছিল তখন মিঃ আর্চার কেন্ট ব্লাড ঢাকায় তার ছোট কামরায় লাঞ্ছিত মানুষের বিজয়ের জন্য প্রতিক্ষা করছিলেন। টাইমস পত্রিকা (২০ ডিসেম্বর ১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধিনতার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা উদ্বৃতি ছেপেছিল- 'মানুষের ইতিহাস ধর্য ধরে লাঞ্ছিত মানুষের বিজয়ের জন্য প্রতিক্ষা করে'।
মিঃ ব্লাড হলো সেই ইতিহাস যে নিজের সমস্ত চাকুরী জীবনের বাজী রেখে, সরকারী চাকুরে হয়েও নিজের সরকারের নীতির সাথে আপোস করেননি। বিনিময়ে তাকে বাকি জীবন অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। কিসিঞ্জার তাকে ফরেন সার্ভিস থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। চাকুরী ক্ষেত্রে তার সমস্ত পদোন্নতি রোধ করা হয়েছে। ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন তার কথা আমেরিকার কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি। আমেরিকার কোনো মানুষ জানতে পারেনি তাদের এমন একজন মহান সূর্য সন্তানের কথা।

অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস, ১৯৭৩ সালে কিসিঞ্জারকে দেয়া হলো নোবেল শান্তি পুরষ্কার।

এখানে ছোট একটা ঘটনা উল্লেখ করতে হয়। ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে কিসিঞ্জার এসেছিলেন ঢাকা বাংলাদেশে আট ঘণ্টার জন্য। মাত্র তিন মিনিট তিনি প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো মুখ খোলেননি। পাঁচ ঘণ্টা তিনি কাটিয়ে ছিলেন তৎকালিন আমেরিকান এ্যামবেসেডারের সাথে। এর পরেই ডিসেম্বরে বেশ কিছু বাংলাদেশের আর্মি অফিসারের সাথে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সাথে মিটিং হয়। এর পর ১৯৭৫ এর রক্তাক্ত ঘটনা। ব্যাপারটা কাকতলিয় হতে পারে তবে একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না।অথচ এই আমেরিকার আমজনগণ বাংলাদেশের পাশে ১৯৭১ এ দাড়িয়েছিল।

রবার্ট কেনেডি রিফুজি ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে পৃথিবীকে জানিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্মমতা। অ্যালেন গিনসবার্গ (ALLEN GINSBERG) লিখলেন "যশোহর রোড" (Jessore Road) কালজয়ি কবিতা। নিউইয়র্কের ম্যাডিসন গার্ডেনে সেই বিখ্যাত কনসার্ট "দি কনসার্ট অব বাংলাদেশ"। এত বড় মাপের কনসার্ট পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম হয়েছিল। তাই আমেরিকার সরকার আমাদের বিরুদ্ধে থাকলে কি হবে সে দেশের মানুষ সব সময়ই আমাদের পাশে ছিল। ভাল মানুষেরাই ভোট দিয়ে খারাপ সরকার তৈরি করে। এই কথা আমাদের চাইতে ভাল আর কে জানে !

সবশেষে 'ব্লাড টেলিগ্রামের' লেখক গ্যারি জে.ব্যাস কে ধন্যবাদ। আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এতদিন পর হলেও এমন একটি বই লেখার জন্য। সত্যি, ইতিহাস চিরদিনই শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিত মানুষের কথাই লেখে। আর্চার কেন্ট ব্লাড, আপনাকে বাংলাদেশের মানুষ কোনদিন ভুলবেনা।

(লেখাটি *দেশবিদেশ* পত্রিকায় এই সংখ্যায় ছাপা হয়েছে।)

ashisbablu13@yahoo.com.au